দৈনিক
ইত্তেফাক

7 FEB 2017

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আমরা দরখাস্ত ও ব্যাংক ড্রাফট করি। তার পর এ পর্যন্ত আর নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি। এদিকে পত্রিকার খবর অনুযায়ী বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্বল্পতায় কোমলমতি শিশুদের লেখাপড়ার বিঘ্ন ঘটছে। বিগত দিনে প্রত্যেক বছর চাহিদাভিত্তিক প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হতো। প্রতি বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হতো। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি আর দায়িত্বহীনতা রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে গেছে। নিয়ম বলতে কিছু নেই। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ। দীর্ঘ ৭ বছর ধরে নতুন বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার এমপিওকরণ বন্ধ। চাকরিপ্রার্থীরা নিবন্ধন পাস করে সনদ পেলেও তাদের হাহাকার থামছে না। বেসরকারি নিয়োগে নতুনস্কমিশন করা হলেও তা পরিণত হয়েছে দুর্নীতির আঁতুরঘরে। যা হোক, একটি নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে এত কাল ক্ষেপণ—এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কী হতে পারে! অথচ সমগ্র বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট চলছে। পরিশেষে, যথাশীঘ্র সম্ভব বিগত ২০১৪ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করার পাশাপাশি প্রাথমিকে নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় নিয়োগের জন্য ধাপে ধাপে সকল নিবন্ধন পাস সনদ প্রার্থীদের চাকরির ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করি।

মোছা. তুহিন আখতার
গড়ফতেপুর, সোনাতলা, বগুড়া